ভাসমান সবজি চাষ

ডিজাস্টার এন্ড ক্লাইমেট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ইন এগ্রিকালচার প্রকল্প

সিডিএমপি-২/ডিএই পার্ট

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

UKaid European Union NORWEGIAN EMBASSY Sida Australian AID UNDP

ভাসমান বেডে শাক-সবজি ও মশলা উৎপাদন

জলবায়ু পরিবর্তন ও জলাবদ্ধ এলাকা

বর্তমান বিশ্বে আলোচিত বিষয় জলবায়ু পরিবর্তন একটি নিয়ত প্রাকৃতিক ঘটনা যা মানুষের কর্মকান্ড দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত। বিশ্বের উন্নত ও অনুন্নত দেশের মানুষের বিভিন্ন কর্মকান্ড জলবায়ু পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করেছে। দিনে দিনে বিশ্ব আরো উষ্ণ হচ্ছে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশসমূহ বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাবে ব্যাপক দূর্যোগ পোহাচ্ছে। বিশ্ব উষ্ণায়ন পাল্টে দিচ্ছে আবহাওয়ার ধরন এবং ঋতু বৈচিত্র্য। বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থান, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো এবং প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীলতার কারণে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদন এবং খাদ্য নিরাপত্তা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে, যা ব্যাহত করবে আমাদের ধারাবাহিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে।

উত্তরে হিমালয় দক্ষিনে বঙ্গোপসাগর আর নদীবিধৌত প্রকৃতিনির্ভর বাংলাদেশের অর্থনীতি কৃষিনির্ভর। ছয় ঋতুর বাংলাদেশে ঋতু ভিত্তিক বিভিন্ন ধরনের ফসলের উৎপাদন ব্যবস্থা অর্থনীতিকে সচল রেখেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ঋতু বৈচিত্রের পরিবর্তনে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয় এ দেশের কৃষি ব্যবস্থা। জলবায়ু পরিবর্তনে সৃষ্ট প্রাকৃতিক দূর্যোগ যেমন অতিবৃষ্টি, বন্যা, খরা, ঘূর্নিঝড়, সামুদ্রিক জলোচ্ছাস, লবনাক্ততা ইত্যাদির প্রভাবে কৃষি সেক্টরে ক্ষতির পরিমান বেড়েই চলছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে নিম্নাঞ্চলগুলো আরো বেশি জলাবদ্ধ থাকছে এবং নুতন নুতন এলাকা জলাবদ্ধ হচ্ছে। দেশের কৃষি ব্যবস্থায় এসব জলামগ্ন এলাকা কোন ভূমিকা রাখতে পারছে না।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে পৃথিবীর সবচেয়ে বিপন্ন এদেশের কৃষি সেক্টরে অভিযোজন অত্যন্ত জরুরী। প্রতি বছর জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট ঘনঘন বন্যা, ঘূর্ণিঝড় এবং খরা প্রচুর ফসলহানি হয় যা খাদ্য নিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। সরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন কার্যক্রম নেয়া হলেও জলবায়ু পরিবর্তন ও কৃষি বিষয়ক কৃষি প্রতিবেশগত অঞ্চলসমুহ নিয়ে গবেষণা নেই এবং বিভিন্ন অঞ্চলভিত্তিক অভিযোজন কৌশল সমুহ অন্যান্য এলাকায় সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেই। দেশের নিম্নাঞ্চল অথবা জলাবদ্ধ অঞ্চলগুলো সঠিকভাবে ব্যবহারের কার্যকর কোন পদক্ষেপ নেই। তাই জলাবদ্ধ ও দেশের নিম্নাঞ্চলগুলোর কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করতে কচুরীপানা ব্যবহার করে ভাসমান সবজি উৎপাদনের প্রযুক্তি সম্প্রসারণ করা অতীব জরুরী।

ভাসমান ধাপ পদ্ধতিতে ফসল চাষের এলাকা

দেশের নিম্নাঞ্চলগুলোতে কচুরীপানা ব্যবহার করে ভাসমান বেড তৈরী করে বিভিন্ন সবজি ও অন্যান্য ফসল চাষ করাকে ভাসমান পদ্ধতিতে চাষ বলা হয়। ভাসমান পদ্ধতির এই বেড এলাকাভিত্তিক বিভিন্ন নামে পরিচিত। দেশের দক্ষিনাঞ্চলের কোন অংশে এটিকে বলা হয় ধাপ, কোথাও স্থানীয়ভাবে বলা হয় গাইতো। ধাপ পদ্ধতিতে সাধারণত বিভিন্ন ধরনের শাকসবজি ও মসলা জাতীয় ফসলের চাষ করা যায়। পিরোজপুর জেলার নাজিরপুর জেলা ভাসমান ধাপ পদ্ধতিতে ফসল চাষের জন্য প্রসিদ্ধ জায়গা। বরিশাল জেলার বানারিপাড়া ও অন্যান্য উপজেলার নিচু এলাকাগুলোতে ভাসমান পদ্ধতিতে ধাপ চাষের ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া ও কোটালিপাড়া উপজেলার চাষীরা দীর্ঘদিন যাবৎ ভাসমান ধাপ পদ্ধতিতে বিভিন্ন ধরনের শাক সবজি ও মসলা ফসলের চাষ করছে। এছাড়া দেশের অন্যান্য অঞ্চলেও ধাপ পদ্ধতিতে কিছু এলাকায় সবজি উৎপাদন করা হচ্ছে।

ভাসমান পদ্ধতিতে ধাপ চাষের উদ্দেশ্য ও উপকারিতা

দেশের অব্যবহৃত কচুরীপানা ও অন্যান্য জলজ আগাছাকে ফসল উৎপাদনে ব্যবহার করার মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে শাক-সবজি উৎপাদনে উৎসাহিত করা সম্ভব। এছাড়া ভাসমান পদ্ধতিতে সবজি চাষের মাধ্যমে পারিবারিক শ্রমকে কাজে লাগিয়ে আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং প্রতিকূল পরিবেশ যেমন বন্যার সময় ফসল উৎপাদন করে দূর্যোগ মোকাবিলায় সহায়তা করা সহ অমৌসুমে ফসল উৎপাদনের মাধ্যমে খাদ্যের যোগান নিশ্চিত করা যায়।

জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাব মোকাবেলায়
স্থানীয় অভিযোজন প্রযুক্তি সম্প্রসারণ করুন

ভাসমান প্রযুক্তি সম্প্রসারণে সম্ভাবনাময় এলাকা

দেশের দক্ষিনাঞ্চলের অল্প কিছু এলাকায় ভাসমান ধাপ পদ্ধতিতে ফসল চাষ করা হচ্ছে। পিরোজপুর, বরিশাল, গোপালগঞ্জ জেলার নিম্নাঞ্চল গুলোতে এই প্রযুক্তি দীর্ঘদিন যাবত কার্যকর ভূমিকা রাখছে। তারপরও এইসব জেলার বিস্তীর্ণ নিচু এলাকা পড়ে আছে যেখানে সহজেই এই পদ্ধতি ব্যবহার করে বিভিন্ন ফসল উৎপাদন করা যেতে পারে। নদীবিধৌত বাংলাদেশের অনেক এলাকায় বছরে ৫-৬ মাস পানিতে নিমজ্জিত থাকে এবং সেখানে কোন ধরনের ফসল চাষের সম্ভবনা থাকে না। বিভিন্ন জেলার জলামগ্ন এলাকাগুলো যেখানে কচুরীপানা আছে বিশেষ করে বিভিন্ন বিল, হাওড়, নালা সেখানে কচুরীপানা ব্যবহারের মাধ্যমে ধাপ তৈরী করে সহজেই ভাসমান সবজি চাষের প্রযুক্তি সম্প্রসারণ করা যেতে পারে।

ভাসমান সবজী চাষের উদ্দেশ্য

>> অব্যবহৃত কচুরীপানা ও জলজ আগাছা ফসল উৎপাদনে ব্যবহার করা।

>> দরিদ্র জনগোষ্ঠির শ্রমকে কাজে লাগিয়ে আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করা।

>> প্রতিকূল পরিবেশে অব্যবহৃত জমিতে ফসল উৎপাদন করা।

>> নির্দিষ্ট মৌসুমের বাইরে ফসল উৎপাদন করা।

ধাপ/বেড তৈরীর সময়

>> সাধারণত আষাঢ়-শ্রাবণ (জুন-জুলাই) মাস ভাসমান বেড তৈরী করা হয়।

>> এলাকা ভেদে জৈষ্ঠ্য-কার্তিক (জুন-নভেম্বর) মাস পর্যন্ত বেড তৈরী করা যায়।

ধাপ/বেড তৈরীর উপকরণ

কচুরীপানা, বিভিন্ন ভাসমান পঁচা ও আধাপঁচা জলজ উদ্ভিদ, খড়, নাড়া, আখের ছোবড়া, কাঠি, টোপাপানা, শেওলা, ফসল কাটারপর তার অবশিষ্টাংশ (নাড়া) ও অন্যান্য জলজ উদ্ভিদ, ২/৩ টি বাঁশের টুকরা (৩-৪) হাত অথবা ২/৩ টি লম্বা ডাল, ঝুঁড়ি, দড়ি ইত্যাদি।

বেড/ধাপ এর আকার আকৃতি

ধাপ তৈরীর উপকরণের সহজলভ্যতা, ধাপ রক্ষণাবেক্ষণ, ফসলের ধরণ, চাষ শেষে অবশিষ্ট পচনকৃত কম্পোষ্ট সারের ব্যবহার প্রভৃতির ওপর নির্ভর করে ধাপ আয়তাকার, বর্গাকার, গোলাকার হয়ে থাকে। ধাপে ফসল চাষ সুবিধাজনক।

ক) আয়তকার ঃ দৈর্ঘ ১০-২০মিটার, প্রস্থ ২ মিটার, উচ্চতা ১মিটার।

খ) বর্গাকার ঃ দৈর্ঘ/প্রস্থ ৫-১০মিটার, উচ্চতা ১মিটার।

গ) গোলাকার ঃ ব্যাসার্ধ ২-৫মিটার, উচ্চতা ১মিটার।

ধাপ/বেড তৈরীর পদ্ধতি

ভাসমান বেড তৈরী করতে প্রচুর কচুরীপানা/জলজ আগাছার প্রয়োজন হয়। সাধারণত বেড এর আয়তনের ৫ গুণ জায়গার কচুরিপানা ব্যবহার করে বেড তৈরী করা হয়।

ধাপ/বেড তৈরীর ধাপসমূহ

১। বর্ষায় পানিতে যখন কচুরীপানাগুলো দ্রুত বংশবিস্তার শুরু করে তখন অর্থাৎ জুন মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে শুরু হয় কচুরীপানা সংগ্রহের কাজ।

২। প্রয়োজনীয় শ্রমিক কাঙ্খিত উপকরণ নিয়ে পানিতে ভাসমান কচুরীপানার কাছে যেতে হবে।

৩। পানির গভীরতার উপর নির্ভর করে প্রয়োজন হলে নৌকায় করে নির্বাচিত জায়গার উপর ২/৩ খন্ড বাঁশের মাঝামাঝি (৩-৪ হাত) টুকরা আড়াআড়ি করে অথবা ২/৩ খানা লম্বা ডাল ফেলতে হবে।

৪। প্রথমে নিচের দিকে বড় আকারের কচুরীপানা এবং পরে উপরের দিকে ছোট আকারের কচুরীপানা জড়ো করে স্তুপ তৈরী করতে হবে।

৫। প্রাথমিকভাবে এক (০১) বর্গমিটারের একটি ছোট ধাপ তৈরী করতে হবে। ধাপটির চারপাশে আরো কচুরিপানা দিয়ে স্তুপ করতে হবে যাতে স্তুপের উপরে অন্তত একজন কৃষক উঠে দাঁড়াতে পারে। পরে চারপাশ থেকে আরো কচুরীপানা লাঠি/ কাঠি দিয়ে টেনে টেনে ওই স্তুপের উপর এবং পাশে ফেলতে হবে।

৬। এভাবে স্তুপ একটু বড় হলে, ধাপ দ্রুত প্রস্তুত করতে হলে আরো ২/৩ জন কৃষক তার উপর উঠে কমপক্ষে ২-৩ মিটার চওড়া করে যতদূর সম্ভব ৫-২০ মিটার লম্বা এবং ১-১.৫ মিটার উঁচু করে ধাপ তৈরী করতে হবে।

৭। ধাপ তৈরীর শেষের দিকে কচুরীপানাগুলোর শিকড় উপরের দিকে এবং কান্ডগুলো নিচের দিকে করে আস্তে আস্তে প্রস্থ থেকে দৈর্ঘ্য বরাবরে সাজাতে হবে এবং লক্ষ্য রাখতে হবে উত্তোলিত কচুরীপানার ভেতর যেন কোন কলমি, মালঞ্চ ও দুর্বা না থাকে।

৮। প্রস্তুতকৃত ধাপের উপরিভাগ হাত বা কোন কাঠি দিয়ে সমতল করে দিতে হবে।

কচুরীপানার ধাপ তৈরীর বিভিন্ন পর্যায়

নাড়া ও খড় দিয়ে তৈরী ধাপ

১। প্রয়োজনীয় উপকরণ ও শ্রমিক নিয়ে জমিতে যেতে হবে।

২। যে জায়গায় ধাপ বানাতে হবে সেই জায়গা নির্বাচন করতে হবে।

৩। তারপর ঝুঁড়ির সাহায্যে পূর্বের ন্যায় অনুরুপভাবে সুন্দর করে সাজিয়ে পা দিয়ে পাড়িয়ে ধাপ তৈরী করতে হবে।

আবাদ যোগ্য ফসল

ভাসমান পদ্ধতিতে বন্যার সময় আগাম লাউ, শিম, বেগুন, টমেটো প্রভৃতি চাষ করা সম্ভব। এছাড়াও চাষাবাদযোগ্য ফসল নিম্নরুপঃ

ক) শাক-সবজিঃ লাল শাক, ধনে পাতা, ফুলকপি,পুঁইশাক, বরবটি, শসা, পানিকচু, মরিচ, করলা, বাধাকপি, গাজর, মূলা, ঢেঁড়শ, পালংশাক প্রভৃতি।

খ) মসলা জাতীয় ফসলঃ মরিচ, হলুদ, পিয়াজ, রসুন প্রভৃতি।

আন্ত:ফসল হিসেবে

১। মাঝে হলুদ+ চারপাশে লাউ, কুমড়া/শসা

২। মাঝে (হলুদ+ ঢেঁড়স) + তার চারপাশে পানিকচু

৩। হলুদ + ডাঁটা শাক

৪। মাঝে ঢেঁড়স + তার চারপাশে লাউ, কুমড়া

৫। মাঝে (পানিকচু+ ঢেঁড়স) + তার চারপাশে ঝিঙ্গা/ ফুট

৬। মাঝে হলুদ+ তার চারপাশে পানিকচু

জলাবদ্ধ এলাকায় কচুরীপানার সর্বোচ্চ ব্যবহারে
সবজী চাষের সাথে মাটির উর্বরতা বাড়ে

বীজ/চারা রোপন উপযোগীতা

প্রস্তুতকৃত ধাপটি প্রথমে সুবিধাজনক স্থানে রাস্তা/বাড়ির কাছে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে হবে। বীজ বপনের জন্য ধাপ তৈরী শেষে কচুরীপানা শিকড়ের উপর গোবর ও কাদা মিশিয়ে ২-৩ ইঞ্চি পুরু প্রলেপ দিতে হবে। স্বাভাবিকভাবে ২০-২৫ দিন পর বেড চাষ উপযোগী হয়। তবে প্রতি বর্গমিটারে ১০০-১৫০ গ্রাম ইউরিয়া সার প্রয়োগ করলে কচুরীপানা দ্রুত পচে এবং ১০-১৫ দিন পর চাষ করা যায়।

এমনকি সদ্য তৈরী করা বেডে পূর্বের বছরের পচা ধাপ কম্পোষ্ট স্তুপ ৬-৮ ইঞ্চি পুরু করে দিলে তখনই শাক-সবজির বীজ বপন/চারা রোপন করা যায়। ধাপে জমির তুলনায় ঘনভাবে বীজ বপন করা যায়।

আন্ত:ফসল হিসেবে

১। মাঝে হলুদ+ চারপাশে লাউ, কুমড়া/শসা
২। মাঝে (হলুদ+ ঢেঁড়স) + তার চারপাশে পানিকচু
৩। হলুদ + ডাঁটা শাক
৪। মাঝে ঢেঁড়স + তার চারপাশে লাউ, কুমড়া
৫। মাঝে (পানিকচু+ ঢেঁড়স) + তার চারপাশে ঝিঙ্গা/ফুট
৬। মাঝে হলুদ+ তার চারপাশে পানিকচু

কচুরীপানার ধাপে ব্যবহারের জন্য বল পদ্ধতিতে চারা উৎপাদন

বেডে রোপনের জন্য চারা তৈরী

বেডে রোপনের জন্য বল ও বিড়া পদ্ধতিতে চারা তৈরী করা হয়

ক) বল পদ্ধতিঃ

>> পচা কচুরীপানা দিয়ে নরম অবস্থায় বল তৈরী করা হয়।
>> বল তৈরীর সময় সামান্য চাপ দিয়ে অতিরিক্ত পানি বের করে দিতে হয়।
>> বলের মধ্যে কাঙ্খিত বীজ দিয়ে ছায়াতে রাখতে হয়।
>> বল শুকিয়ে গেলে প্রয়োজনীয় পানি দিয়ে ভিজিয়ে দিতে হয়।

>> প্রতি বলে সাধারণত ২টি বীজ দেয়া হয়।
>> বল পদ্ধতিতে চারা তৈরীর কাজ সাধারণত কৃষকের বাড়িতে করা হয়।

ভাসমান বাগানে সবজী চাষ করুন
খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করুন

খ) বিড়া পদ্ধতি

>> পচা কচুরীপানা পেচিয়ে নরম অবস্থায় বিড়া তৈরী করা হয়।

>> অতিরিক্ত পানি থাকলে আলতো চাপ দিয়ে তা বের করে দিতে হয়।

>> বিড়ার মধ্যে কাঙ্খিত বীজ দিয়ে তা টোপা পানা দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়।

>> বিড়া শুকিয়ে গেলে তা মাঝে মাঝে ভিজিয়ে দিতে হয়।

>> সাধারণত বিড়াতে ২-৪টি বীজ দেয়া হয়।

>> চারা গজানোর পর রোপন উপযোগী হয়।

ভাসমান বেডে বীজ বপন/চারা রোপন সময়

লালশাক, ধনিয়া, কলমিশাক, ডাটা প্রভৃতি সারা বছর চাষ করা যায়।

ক) আষাঢ়-শ্রাবণ ঃ ঢেঁড়শ, ঝিঙে, কচু, হলুদ, আদা, পুইশাক।

খ) ভাদ্র-আশ্বিণ ঃ টমেটো, ওলকপি, বরবটি, শশা, করলা।

গ) কার্তিক- অগ্রহায়ণ ঃ মরিচ।

পরিচর্যা

• প্রথম অবস্থায় ভাসমান বেডের উপরে উঠে পরিচর্যা করা যায়। তবে পরবর্তীতে নৌকা বা কলাগাছের ভেলা ব্যবহার করে পরিচর্যা করা হয়।

• ধাপটি উন্নতমানের কম্পোষ্টে পরিণত হয় বলে শাক-সবজি তার প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদান ধাপ থেকেই পায়। এজন্য রাসায়নিক সারের তেমন প্রয়োজন হয় না। তবে ফসলের বাড়বাড়তি কমে গোলে প্রয়োজনমত ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ করার প্রয়োজন হয়।

• বেডে আগাছা জন্মালে তা হাত দিয়ে সহজেই তুলে ফেলতে হবে।

• ধাপের রোগবালাই এর আক্রমন সাধারনতঃ হয় না। রোগ দেখা দিলে একটি পাত্রে ১-২ লিটার পানিতে ১০ গ্রাম তুঁতে, অন্য একটি পাত্রে ১-২ লিটার পানিতে ১০ গ্রাম চুন মেশাতে হবে। পরে অন্য একটি পাত্রে চুন ও তুঁতের মিশ্রণ একসাথে করে (বোর্দোমিক্চার) সঙ্গে সঙ্গে স্প্রে করতে হবে। পোকামাকড় দেখা দিলে সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা অবলম্বনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রন করতে হবে।

• বেডের উপরে হাঁস উঠে ফসলের ক্ষতি করতে পারে। তাই বেডগুলি পাশাপাশি রেখে জাল বা বাঁশের বেড়া দেয়া প্রয়োজন। বেডগুলি যাতে পানিতে ভেসে না যায় সেজন্য রশি দিয়ে বেধেঁ নিরাপদ স্থানে রাখতে হবে। লতানো গাছের জন্য বাউনি হিসেবে ডাল বা কঞ্চি ব্যবহার করতে হয়।

ভাসমান বাগান করলে
সবজি-পুষ্টি দুইই মেলে

ফসল সংগ্রহ

ভাসমান বেডের উপর উঠা যায় না বলে নৌকা বা কলাগাছের ভেলার মাধ্যমে বিশেষ ব্যবহার ফসল সংগ্রহ করা হয়। ফসলের ধরণ বুঝে এবং বাজারের চাহিদা মোতাবেক যথা সময়ে ফসল সংগ্রহ করা জরুরী।

ভাসমান বেডে ফসল উৎপাদনের বাড়তি মুনাফা

>> বেডের নিচে ও আশেপাশে মাছ চাষে মাছের বাড়তি খাবার যোগান হয়।
>> ফসল উৎপাদন শেষে ধাপ অন্য ফসলের জমিতে কম্পোষ্ট হিসেবে ব্যবহার করা যায়।
>> ধাপটি সুবিধামত জায়গায় স্থানান্তর করার সুযোগ রয়েছে।
>> সেচ/নিষ্কাশন ব্যবস্থা গ্রহনের প্রয়োজন হয় না।
>> অমৌসুমে কৃষক তার শ্রমকে কাজে লাগাতে পারে।

একক ধাপের জন্য বাজেট

- বেড/ধাপের আয়তনঃ ২মিটার x ২০ মিটার=৪০ বর্গমিটার (১ শতাংশ)

ক্র. নং	উপকরণ/বিবরণ	সংখ্যা/ পরিমান	একক খরচ (টাকা)	মোট খরচ (টাকা)	মন্তব্য
	ধাপ তৈরী				
	বাঁশ	২	২০০	৪০০	
১	মজুরী	৫	৩০০	১৫০০	
২	বীজ বাবদ(হাইব্রিড -ঢেড়শ,শসা,মরিচ,ও দেশী হলুদ,পানিকচু,লালশাক,পুইশাক)	থোক		৬০০	
৩	ফেরোমনে ট্রাপ/বালাইনাশক	থোক		১০০	
৪	নেট জাল-ইঁদুর দমনের জন্য	১টি	৪০০	৪০০	
৫	ফসল সংগ্রহ	থোক		২০০	
৬	অন্যান্য (ছোট সাইনবোর্ড ১×১.৫, রেজিষ্ট্রার ইত্যাদি)	থোক		৩০০	
মোট	কথায়ঃ (তিন হাজার পাচশত টাকা)	৩৫০০			

শুধু বীজ দিলে প্রতি কৃষকের জন্য ৬০০/- (ছয়শত) টাকা প্রয়োজন হবে। (হাইব্রিড বীজ - ঢেড়শ,শসা, মরিচ,ও দেশী বীজ - হলুদ, পানিকচু, লালশাক, পুইশাক)

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ প্রতিজন কৃষক ২-৩ টি বেডের পরিচর্যা করতে পারে। সেক্ষেত্রে কৃষকের সংখ্যা অনুযায়ী উপকরণের পরিমান বৃদ্ধি পাবে। তবে বীজের বরাদ্দ বৃদ্ধি পাবে না।

যোগাযোগঃ

ডিজাস্টার এন্ড ক্লাইমেট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ইন এগ্রিকালচার (ডিসিআরএমএ) প্রকল্প

(সিডিএমপি-২/ ডিএই অংশ)

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

৭ম তলা, ২য় ভবন

খামারবাড়ী, ঢাকা- ১২১৫

ফোন: ৮৮-০২-৯১০৪০০৭

info@dcrma-dae.gov.bd

www.dcrma-dae.gov.bd